সি পি এম-তৃণমূল ''শান্তিবৈঠক'' কার স্বার্থে — ভেবে দেখুন
এস ইউ সি আই-এর আবেদন

বন্ধুগণ,

এ রাজ্যের পূবর্তন সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তৃণমুল নেত্রীর বৈঠক সারা রাজ্যে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রশ্ন, সমালোচনা ও আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। এমনকী তৃণমূলের বহু সৎ কর্মী-সমর্থকও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। আমরা মনে করি, দেশি-বিদেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের প্রয়োজনে, নির্দেশে ও উদ্যোগে এই বৈঠক সংঘটিত হয়েছে এবং তৃণমূল নেত্রী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সংগ্রামী গরিব চাষী-খেতমজুরদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এবং রাজ্যের জনমতকে উপেক্ষা করে সিপিএমের সাথে বোঝাপড়া করতে চলেছেন। বাইরে দেখতে আচমকা টেলিফোনের ডাকে তৃণমূল নেত্রীর সাড়া অনেককে বিস্মিত করলেও বাস্তবে নেপথ্যে এর প্রস্তুতি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে— এক সিপিএম মন্ত্রীর সাথে আর এক তৃণমূল নেতার ঘনঘন শলা পরামর্শের মধ্য দিয়ে।

যখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে নৃশংস অত্যাচার, বহু রক্তপাত ও ব্যাপক খুন-ধর্ষণ ঘটিয়ে সিপিএম এ রাজ্যে ও সমগ্র দেশে প্রবল ধিক্কৃত ও দলের ভিতরে-বাইরে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে মরিয়াভাবে পথ খুঁজছিল, সকল অপরাধকে ধামাচাপা দিয়ে, খুন-ধর্ষণে অভিযুক্ত দলীয় ক্রিমিনালদের ও অনুগত পুলিশ কর্তাদের বাঁচিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী' হিসাবে নিজেদের ইমেজ খাড়া করার এবং খেজুরি থেকে ক্রমাগত বোমাবাজি-গুলিবর্ষণ করে নন্দীগ্রামের আন্দোলনকারীদের তথাকথিত 'শান্তি বৈঠকে' বসতে বাধ্য করার চেষ্টাতেও ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন তৃণমূল নেতৃত্ব বৈঠকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিপিএমের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৃণমূল নেতৃত্ব এমন কথাবার্তা বলছেন, যেন পূর্বতন সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী আজ সিপিএম দলের ঊর্ধ্বে 'অভিভাকতুল্য জাতীয় নেতা', তিনি নন্দীগ্রামে-সিঙ্গুরে কী কী ঘটেছে সব জানতেন না, তৃণমূল নেত্রীর কাছে সব শুনে ন্যায়বিচার করতে চলেছেন! সত্যিই কি তাই! এ রাজ্যের জনগণ জানেন এবং বিশ্বাস করেন, বর্তমান সিপিএম সরকারের সকল সিদ্ধান্তের সাথেই পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জড়িত, দলের অধিকাংশ সেক্রেটারিয়েট মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং দু'দিন আগেও তিনি রাজ্য সিপিএম নেতাদের মিথ্যা ভাষনের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, 'ধর্ষণের কোনও প্রমাণ নেই এবং ১৪ই মার্চ নিহত ১৪ জন আন্দোলনকারীর মধ্যে ৮ জন পুলিশের গুলিতে ও ৬ জন আন্দোলনকারীদেরই আক্রমণে মারা গেছে।' এখন তাঁকে সিপিএম থেকে আলাদা করে বর্তমান 'সংকটের ত্রাতা' হিসাবে দেখানো হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী খুশিতে গদগদ হয়ে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী যেন কত মহান এমন ভাব দেখালেন। আর তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাষায় 'দায়িত্বশীল' প্রধান বিরোধী নেত্রীকে সস্নেহে পিঠ চাপড়ে দিলেন। জনগণের বিক্ষোভকে ভোটের রাজনীতিতে আটকে রাখার বুর্জোয়া স্বার্থে দেখানো হচ্ছে, কেন্দ্রে যেমন কংগ্রেস ও বিজেপি, তেমনই এ রাজ্যেও সিপিএম আর তৃণমূল, আর কেউ নেই। মনে রাখতে হবে, সিপিএমের কোনও নেতা ভাল, আবার কোনও নেতা মন্দ— এরকম বিচার করার কোনও সুযোগ নেই। মার্কসবাদ বর্জিত ও বামপন্থাচ্যুত গোটা দলের চূড়ান্ত জনবিরোধী গদিসর্বস্ব রাজনীতিই আজ দলকে এ জায়গায় টেনে নামিয়েছে, যার ফলে সরকারি দল হিসাবে কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলের সাথে সিপিএমের কার্যত কোনও পার্থক্য থাকছে না।

প্রচার করে করে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, যেকোনওভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনেক সৎ মানুষও তাই ভাবছেন। এর ফলে চাপা পড়ে যাচ্ছে কে কিভাবে জনজীবনে বাস্তবে অশান্তি সৃষ্টি করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে কোন্ শান্তি কাম্য? বহুকথিত এই শান্তি সম্পর্কে জনগণ, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সিপিএম-তৃণমূল নেতৃত্বের ধারণা কি এক হতে পারে? প্রথমত, সিঙ্গুরের কৃষকদের দাবি, টাটার কারখানা অন্যত্র সরিয়ে তাদের কেড়ে নেওয়া কৃষিজমি ফেরৎ দিতে হবে এবং সেখানে হত্যা ও ধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে হবে, না হলে ওখানে শান্তি আসতে পারে না। নন্দীগ্রামের যে জনগণ বহু প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে সরকারকে নতি স্বীকার করিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষিজমি দখলের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য করেছে, তাদেরও দাবি হচ্ছে, ১) গণহত্যা ও গণধর্ষণে অভিযুক্ত ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তার করতে হবে, যে পুলিশ কর্তাদের নির্দেশে ও মদতে এটা ঘটেছে তাদেরও কঠোর শাস্তি দিতে হবে, ২) খেজুরি থেকে বোমা ও গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে, ৩) নিহত-আহতদের পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৪) 'ঘরছাড়া'দের ফেরানোর নামে খুনি-ধর্ষণকারীদের এলাকায় ঢুকতে দেওয়া চলবে না, ৫) আন্দোলনকারীদের উপর আনীত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এই দাবিগুলি পূরণ না হলে নন্দীগ্রামেও যথার্থ শান্তি আসতে পারে না।

দ্বিতীয়ত দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে শান্তি হচ্ছে, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে, মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থে দেশে গরিব চাষী-খেতমজুরদের অবাধে উৎখাত করিয়ে কৃষিজমির দখল নেওয়া। তারা চায়, এ ব্যাপারে কোনও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যাতেনা

হয়; আর কিছু বিক্ষোভ দেখা দিলেও, তাদের বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল এরকম যারা যেখানে অপজিশনে আছে, তারা যেন সেই বিক্ষোভের নেতৃত্বে থাকে যাতে বিপ্লবী দল আন্দোলনের নেতৃত্বে না আসতে পারে এবং আন্দোলন বেশিদূর না গড়ায় ও স্থায়ী না হয়। বিক্ষোভ যেন শুধুমাত্র গরম গরম বিবৃতি, মিছিল-মিটিং, পদযাত্রা, অবস্থান, অনশন এই সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মারমুখী প্রতিরোধ সংগ্রাম তাদের কাছে আতঙ্কজনক। কারণ নন্দীগ্রামের জনগণ বীরের মত লড়ে সেজ করার স্কিম রুখে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ৩রা জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস খুনি পুলিশকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে না দিয়ে নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছে একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শক্তি ও নৈতিক বল কত শক্তিশালী। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এদেশে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা, যেটা সমগ্র দেশের কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সকলকেই সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করছে। এই ঘটনা পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের আরও আতঙ্কিত করে তুলেছে। কারণ নন্দীগ্রামের অনুসরণে সারা দেশেই লড়াইয়ের আগুন জ্বলবে। ফলে তারা চায় যেভাবেই হোক এই সংগ্রাম থামাতেই হবে। না হলে তাদের ঘুম নেই, শান্তি নেই।

আর, সিপিএম নেতৃত্বের আকাঙ্খিত 'শান্তি' হচ্ছে -১) ক্রমাগত বৈঠক চালিয়ে, বিচারাধীন আছে অজুহাত তুলে এবং প্রশাসনিক তদন্তের দোহাই দিয়ে কালহরণ করে আজকের জাগ্রত জনমত ও গণবিক্ষোভ স্তিমিত করে দিয়ে অপরাধীদের বাঁচানো, ২) হিটলারের সাগরেদ গোয়েবলসের কায়দায় একটানা মিথ্যা প্রচার চালিয়ে আন্দোলনকারীদেরই দোষী খাড়া করে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, খুন-ধর্ষণে অভিযুক্ত ও নিহত-আহত-ধর্ষিতাদের সমান স্তরে দাঁড় করানো, ৩) নন্দীগ্রামে পুলিশ ঢুকিয়ে আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়ে ও 'ঘরছাড়া' খুনি-ধর্ষণকারীদের প্রবেশ করিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে হারানো 'রাজত্ব' পুনরুদ্ধার করা এবং সম্ভব হলে সালিমের হাতে জমি তুলে দেওয়া, ৪) দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে সর্বাপেক্ষা 'যোগ্য শাসকের' আস্থা অক্ষুন্ন রেখে মন্ত্রীত্বের গদি আরও স্থায়ী করা, ৫) 'শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী' হিসাবে নিজেদের ইমেজ খাড়া করা। এসব করতে পারলেই সিপিএম নেতৃত্বের 'শান্তি' অর্জন হবে। তাই তৃণমূল নেত্রীকে কিছু দিয়ে তারা কাজ হাসিল করতে চায়।

তৃণমূলের শান্তি হচ্ছে, ১) জনগণের বিক্ষোভগুলিকে বিপ্লবী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ স্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রামে সংগঠিত হতে না দিয়ে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিছু প্রোগ্রামেই আটকে দেওয়া এবং বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের ব্যাকিংয়ে সেই বিক্ষোভগুলিকে পুঁজি করে নিজেদের ইমেজ খাড়া করে আগামী পঞ্চায়েত ও পরবর্তী ভোটগুলিতে ফয়দা তোলা, ২) বিক্ষোভগুলি যাতে সরকারি দল সিপিএমের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং কোনমতেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয় এটা গার্ড করা—যেমন কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম যে যেখানে অপজিশনে আছে সেখানে একইভাবে করে যাচ্ছে। ৩) সিঙ্গুরে গণপ্রতিরোধ যখন নন্দীগ্রামের মতই তীব্র রূপ নিচ্ছিল, যখন শত শত পুরুষ-মহিলা জমি রক্ষার জন্য মাঠে নেমে পুলিশের সাথে লড়ছিলেন, যখন প্রয়োজন ছিল, জয় অর্জনের জন্য এই লড়াই শুধু কয়েকটি মৌজার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমগ্র সিঙ্গুর থানার জনগণকে এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে সামিল করানো এবং আরও তীব্রভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, তখন তৃণমূল নেত্রী আচমকা কলকাতায় অনশনে নেমে ওখানকার প্রতিরোধ সংগ্রামের আগুনে বরফ জল ঢেলে দিলেন, যেন অনশনের দ্বারাই সব হয়ে যাবে, ওখানে আর লড়াইয়ের দরকার নেই, যার সুযোগ নিয়ে পুলিশ বাহিনী সকল জমি দখল করে নিল। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, সিঙ্গুর লড়াইয়ে নন্দীগ্রামকে পথ দেখিয়েও জিততে পারলো না, অথচ নন্দীগ্রাম পেরেছে। সিঙ্গুরে তৃণমূলের এম এল এ এবং তাদের বেশ কিছু পঞ্চায়েত থাকা সত্ত্বেও এটা ঘটলো কেন? এই প্রশ্নের কী উত্তর তৃণমূল দেবে? এখন তৃণমূল চাইছে, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলে যাঁরা চেক নেননি, তাঁদের জন্য কিছু জমির বন্দোবস্ত করে দিয়ে কোনক্রমে মুখ রক্ষার করতে। সিঙ্গুরের যে জনগণ জমি পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, এটা করতে পারলে দেখানো যাবে, তাদের জন্য নেত্রী অন্তত কিছু তো আদায় করে দিয়েছেন, তাই বৈঠকে এসে এটা সুনিশ্চিত করা। ৪) পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তৃণমূল 'রেসপনসিবল অপজিশন' (দায়িত্বশীল বিরোধী) এই আস্থাও যেন অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। এটাই তৃণমূল নেতৃত্বের প্রত্যাশিত 'শান্তি প্রতিষ্ঠা'।

শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উপরোক্ত বিচারের মাপকাঠিতে আপনারা বিচার করে দেখবেন, ভেবে দেখবেন, রক্তস্নাত নন্দীগ্রামের সন্তান-স্বামী-পিতা-মাতাহারা শোকার্ত যে মানুষগুলো চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপনাদের বিবেকের দরবারে ন্যায্য বিচারের আকুল আবেদন জানাচ্ছেন, তাঁরা এই বৈঠক থেকে কী পাচ্ছেন? কী পাচ্ছেন অত্যাচারিত, কৃষিজমিচ্যুত সিঙ্গুরের জনগণ, যাঁরা সকলেরই জমি ফেরত পাওয়ার দাবিতে লড়ে যাচ্ছেন? এই জমি তো ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ের পথেই পাওয়া সম্ভব ছিল, যেমন নন্দীগ্রাম পেয়েছে। আজ যা পাওয়া যায়, তাই লাভ, এমন ভাবার ত প্রয়োজন ছিল না।

আপনাদের জানা দরকার, সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামে আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে যথাক্রমে সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি ও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। সিঙ্গুর কমিটির দু'জন কনভেনরের একজন এস ইউ সি আইয়ের, অন্যজন তৃণমূলের। নন্দীগ্রামের কমিটির পাঁচ জনের মধ্যে চারজন কনভেনর হচ্ছেন যথাক্রমে এস ইউ সি আইয়ের, তৃণমূলের, জমিয়তে উলেমা হিন্দের এবং কংগ্রেসের। এই দুই পাবলিক কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের কোনও তোয়াক্কা না করেই তৃণমূল বারবার উপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপাতে চেয়েছে। সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির দাবি হচ্ছে, সব চাষীকেই জমি ফেরৎ দিতে হবে। অথচ তৃণমূল বলছে চেক যারা নেয়নি শুধু তাদের দিলেই চলবে। নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তাদের উপস্থিতি ছাড়া কোনও আলোচনা হতে পারে না। অথচ এই কমিটির মতামত না নিয়ে এবং না জানিয়ে নেতৃত্বের নির্দেশে তৃণমূলের এক তরুণ এম এল এ নন্দীগ্রামের সকল আক্রমণের মূল হোতা সিপিএম নেতাদের সাথে ৩১ মে বৈঠক করেছেন এবং তৃণমূল নেত্রীও কলকাতায় বৈঠক করছেন। তৃণমূলকে এই অধিকার কে দিল? এটা কি আন্দোলন বিরোধী নয়?

আপনাদের জানাতে চাই, সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে লড়াই করেছে জনগণ। আর উভয় জায়গার জনগণই জানেন, দুই জায়গাতেই আন্দোলন প্রথম সংগঠিত করেছে এস ইউ সি আই, তৃণমূল নেমেছে পরে। অথচ বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম শ্রেণীস্বার্থে তৃণমূলের হয়ে ফলাও প্রচার করেছে যেন তারাই সব কিছু করছে, আর এস ইউ সি আই-সহ অন্যান্যদের যেন বিশেষ কোন অস্তিত্বই নেই। মালিকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলির স্থানীয় প্রতিনিধিরা এ নিয়ে বারবার অসহায়তা ব্যক্ত করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এস ইউ সি আই উদ্যোগ না নিলে এবং নিচু স্তরে গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী না গড়ে তুললে এই আন্দোলন এত ব্যাপকতা, স্থায়িত্ব, সাহস ও নৈতিকতা নিয়ে এভাবে মাথা তুলতে পারত না। ওখানকার জনগণই এর সাক্ষ্য দেবে। তাই এস ইউ সি আই সম্পর্কে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি সকলেই অত্যন্ত আতঙ্কিত। তাই তারা অতি সতর্ক, যাতে এস ইউ সি আইয়ের এই ভূমিকা জনগণ জানতে না পারেন। ঠিক এভাবেই স্বদেশি আন্দোলনে দেশীয় পুঁজিবাদ ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের প্রতিনিধি ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-ভগৎ সিং - নেতাজীদের সম্পর্কে এ দেশের জনগণকে জানতে দিতে চায়নি; প্রচার দিয়ে দিয়ে সামনে এনেছিল তাদের নির্ভরযোগ্য আপসকামী গান্ধীজী-নেহেরু-প্যাটেলদের।

নন্দীগ্রামে, সিঙ্গুরে দাবি পুরোপুরি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে। অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের নানা দাবিকে কেন্দ্র করে বারবার লড়াইয়ের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে এবং আরও দেখা দেবে। রাষ্ট্র এবং সরকার আরও নির্মম ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমনপীড়ন চালাবে। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, বারবারই এসব ঘটতে থাকবে। আক্রমণগুলিকে রুখতে হলে, দাবিগুলি আদায় করতে হলে, মূল লক্ষ্য পুঁজিবাদী শোষণকে উচ্ছেদ করতে হলে চাই সঠিক বিপ্লবী আদর্শ, সংগ্রামী কর্মসূচি, উন্নত নৈতিক বলে বলীয়ান নিম্নস্তর থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী। এই শিক্ষাই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, কোনও দলকে, কোনও নেতা-নেত্রীকে অন্ধভাবে সমর্থন নয়, বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। না হলে বারবার ঠকতে হবে। আশা করি আপনারা এ কথাগুলি ভেবে দেখবেন। যারা এম এল এ, এম পির সংখ্যা দিয়ে ও সংবাদমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তৃণমূলকেই একমাত্র ভরসা ভাবছেন এবং তৃণমূলের পেছনে ছুটছেন, তাঁদেরও ভেবে দেখতে হবে। আজ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণআন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষায় তৃণমূলের কি চরিত্রধরা পড়েছে। এ দলের উপর কি আর নির্ভর করা যায়?

তাই গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামগুলি সঠিক ভাবে গড়ে তোলা ও পরিচালনার স্বার্থে এবং জনগণের কাম্য যথার্থ সংগ্রামী অপজিশন গড়ে তোলার প্রয়োজনে, আজ এস ইউ সি আইকে অতি দ্রুত আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাই আমাদের আবেদন এস ইউ সি আইকে সক্রিয়ভাবে সমর্থনে এগিয়ে আসুন। আশা করি, সকলেই এ কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ
প্রভাস ঘোষ
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
এস ইউ সি আই